ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৪২(আগরতলা-১২।১০)
উদয়পুর, ১২ অক্টোবর, ২০১৭

দীপাবলি : সেজে উঠছে মন্দির নগরী উদয়পুর

।। তপন কুমার দাস ।।

মন্দির নগরী উদয়পুর। এক সময়ের ত্রিপুরার রাজধানী। এখানেই রয়েছে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। প্রতি বছর এখানেই আয়োজিত হয় দেওয়ালী মেলা। ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বরে এবারও আগামী ১৯ ও ২০ অক্টোবর আয়োজিত হচ্ছে দীপাবলি মেলা ও উৎসব। দীপাবলি বা দীপান্বিতাতেই এই মেলা বা উৎসব হয়। আলোর উৎসব দীপাবলি। অন্ধকার, অজ্ঞানতা থেকে আলোর পথে অগ্রগমনের উৎসব। সবার কামনা এই উৎসব আমাদের মনের সব মলিনতা, গ্লানি দূরীভূত করে যেন বয়ে নিয়ে আসে সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ। দীপাবলিতে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির এলাকায় যে উৎসব আয়োজিত হয়ে আসছে তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে সমস্ত মানুষের আত্মিকতা। অন্ধকার-অজ্ঞানতা হল অশুভ বা অসুর শক্তির রূপ। একে দূর করে মানুষকে স্বচ্ছ সংবেদনশীল ও মনুষত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ করে আলো। এই আলোর উৎসবই দীপান্বিতা বা দীপাবলি।

প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মাতাবাড়িতে আয়োজিত হয় দেওয়ালী উৎসব। এই ঐতিহ্যবাহী পুণ্য তীর্থভূমিতে শুধু রাজ্যের নয়, বহিঃরাজ্যের অগণিত পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা মিলিত হন। সবাই সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই উৎসবের জন্য। সকলের কাছে এই উৎসব সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শাশ্বত উৎসব হিসেবে পরিগণিত। ত্রিপুরার অন্যান্য পীঠস্থানের মতো ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে নিয়েও জড়িয়ে আছে পুরানো কাহিনী। ১৫০১ সালে মহারাজা ধন্যমাণিক্য মাতাবাড়ি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। পরে ১৬৮২ সালে রাম মাণিক্য দেব সংস্কার করেন মন্দিরটির। মন্দিরের গর্ভগৃহে আর একটি দেবী মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিটি ছোট মা হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন। প্রস্তরে নির্মিত এই মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৪৮ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৩৫ সেন্টিমিটার। কথিত আছে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ। এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। এখানে দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ। কালো কষ্টি পাথরে মূর্তিটি নির্মিত। এই মূর্তিটি রাজ আমল থেকেই পূজিত হয়ে আসছে।

প্রতিদিন অগণিত ভক্ত আসেন পূজার্চনা ও আশীর্বাদ নিতে। দেওয়ালী উৎসবকে কেন্দ্র করে এখন মাতাবাড়ি নতুন ভাবে সেজে উঠছে। মন্দিরে নতুন রং লেগেছে। মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণে আলোক সজ্জার কাজ চলছে। মেলাকে সফল করতে চলছে জোর প্রস্তুতি। মাতাবাড়ির সাথে যুক্ত আসা-যাওয়ার রাস্তাগুলি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার কাজ চলছে। ভীড় সামলানোর জন্য তৈরী হচ্ছে ব্যারিকেড। উৎসবের দিনগুলি আনন্দমুখর এবং শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মেলায় পুণ্যার্থীদের সহায়তা করার দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্কাউট গাইড, পুলিশ প্রশাসন। এদিকে, মেলাতে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে স্টল বন্টনের কাজ চলছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও তার রূপায়ণ নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা। রয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা। রয়েছে অগ্নিনির্বাপক সংস্থার সব ধরনের জরুরী ব্যবস্থা।

এছাড়া পুণ্যার্থীরা যাতে মেলায় আসতে পারেন তার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এদিকে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ধন্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চে এবং উপজাতি মুক্ত মঞ্চে দুইদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের শিল্পীরা পরিবেশন করবেন বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিধায়ক মাধব সাহাকে মেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও মহকুমা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে গঠিত হয়েছে কার্যকরী কমিটি। কাজের সুবিধার্থে আরও ৯টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলোর উৎসব দীপাবলি বয়ে নিয়ে আসুক মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব আর প্রগতির বার্তা। সম্প্রীতির আলোয় উদ্‌ভাসিত হোক মাতাবাড়ি। উৎসব হোক শান্তির। আলোর উৎসবে জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির বন্ধন হোক আরও উজ্জ্বলতর।

*****